দৈনিক বাংলা

তারিখ 5 JUL 1996
পৃঃ ১ কলাম ৮

বহিষ্কৃত ১৬০৫ ঃ গ্রেফতার ৩ ঃ আহত ৪৫

এইচএসসি ঃ টাঙ্গাইল খুলনা না'গঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে সারাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বৃহস্পতিবার মোট ১৬শ ৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষায় বহিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও খুলনায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। সংঘর্ষে পুলিশসহ প্রায় ৪৫ জন আহত হয়।

পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরপত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানার সুবিত আলী কলেজ কেন্দ্রে ৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা আগের দুটি পরীক্ষা খারাপ করায় গতকাল বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিট আগে কলেজের প্রিন্সিপালের কক্ষে হামলা চালায়। তারা প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আটক করা হয়। এই ঘটনায় কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হতে পারে বলে বিবেচনা করে আটককৃতদের স্বাভাবিকভাবে গতকালের পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়। পরীক্ষার পরপরই পুলিশ হল থেকে পুনরায় তাদের গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। তাদের বিরুদ্ধে মির্জাগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে ঃ শহীদুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম ও আলমগীর হোসেন।

এদিকে পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহকারীদের বাধা দিতে গিয়ে টাঙ্গাইলের সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার কয়েক দফা সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। এসময় জনতা কলেজ কেন্দ্রের চারপাশে ব্যারিকেড দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আগত টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসককে প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **এইচএসসি ঃ টাঙ্গাইল খুলনা না'গঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ**

যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং মহাসড়ক থেকে বেশকিছু যানবাহন নিয়ে গিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে আটক করে রাখে। পরে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা হয়।

নারায়ণগঞ্জের ইসলামিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হলে বহিষ্কৃতরা একযোগে একদল বহিরাগতসহ কেন্দ্রের বাইরে অবস্থানরত পুলিশের ওপর চড়াও হয়। তারা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর লাঠিচার্জ করলে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

খুলনায় নকলের অভিযোগে একজন ছাত্রীকে বহিষ্কার এবং নকল সরবরাহের অভিযোগে একজন বহিরাগতকে গ্রেফতার করা হলে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ৭/৮ জন পুলিশসহ কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়। পুলিশ ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

খুলনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দুপুর পৌনে একটার দিকে নগরীর খালিশপুর মুহসিন কলেজে বাংলা ১ম পত্র পরীক্ষা চলাকালে খুলনা জেলা প্রশাসক ও ম্যাজিস্ট্রেট আমেনা খাতুন নাম্নী একজন ছাত্রীকে হাতেনাতে নকল ধরে বহিষ্কার করেন। এ খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার পর অপেক্ষমাণ ছাত্র-জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু করে। অবশ্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক এবং তার সঙ্গীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা কলেজ ত্যাগ করেন এবং পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায়। পুলিশ মারমুখো জনতাকে হঠানোর জন্য কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। কিন্তু জনতা আরও মারমুখো হয়ে পুলিশের উপর চড়াও হলে পুলিশ শর্টগান থেকে ৮ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এক পর্যায়ে ছাত্রজনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এখানে পুলিশ ১২ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের সেল এবং ৮ রাউন্ড শর্টগানের গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে ৮/১০ জন লোক এবং জনতার ইটপাটকেলে ৪/৫ জন পুলিশ আহত হন। এখানে পুলিশ ৪/৫ জনকে আটক করে পরে ছেড়ে দেন। সকাল ১১টায় নগরীর দৌলতপুর কলেজে নকল সরবরাহের অভিযোগে পুলিশ নাজির হোসেন মুন্না নামে একজনকে আটক করে দৌলতপুর থানায় নিয়ে যায়। পরীক্ষাশেষে দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দৌলতপুর কলেজে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র-জনতা ও পুলিশ সংঘর্ষ বেধে যায়। ছাত্র-জনতা পুলিশের উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়লে পুলিশও জবাবে ১ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস এবং ৭ রাউন্ড শর্টগানের গুলিবর্ষণ করে। এখানেও ৩/৪ জন পুলিশ এবং ৪/৫ জন ছাত্র-জনতা আহত হয়। এই গোলাগুলির ঘটনায় পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেকেই ঘরে ফেরতে বিলম্ব করলে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

পরীক্ষায় বহিষ্কৃতদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ৬৯৬ জন, কুমিল্লায় ৪৪ জন, যশোরে ২৩৯ জন এবং রাজশাহীতে ৬২৬ জন। ঢাকা বোর্ডের বহিষ্কৃতদের মধ্যে রয়েছে নারায়ণগঞ্জ ৩৫ জন, মুন্সীগঞ্জ ১৬, মানিকগঞ্জ ৩৮, টাঙ্গাইল ১৫৬, ময়মনসিংহ ৮৯, জামালপুর ৯৯, কিশোরগঞ্জ ৬২, নেত্রকোনা ১০৮, ফরিদপুর ৩০, গোপালগঞ্জ ৪, রাজবাড়ি ৮, মাদারীপুর ৫৫ এবং শরিয়তপুরে ৬ জন।

যশোর ব্যুরো জানায়, এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্রে বৃহস্পতিবার যশোর শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে ২শ ৩৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কোন কেন্দ্র থেকে গোলযোগের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এ তথ্য জানায়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ঝিনাইদহে ৪০, যশোরে ৩৮, খুলনায় ২৪, পিরোজপুরে ৩, পটুয়াখালীতে ৮, বরিশালে ৫৬, মাগুরায় ৭ এবং কুষ্টিয়াতে ৬৩ জন।

রাজশাহী অফিস জানায়, চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১৬টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় বৃহস্পতিবার মোট ৬২৬ জন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত করা হয়েছে বলে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। বহিষ্কৃতদের জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান হচ্ছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৬৬, নাটোরে ২৪ জন, নওগাঁয় ১৭, পাবনাতে ২৬, রংপুরে ১০৩, গাইবান্ধা ৪০, দিনাজপুরে ৩২৫ জন ও পঞ্চগড় জেলায় ২৫ জন।